# ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ কর্মসূচি

## প্রতিবেদন: ২০০৮-২০০৯

### ভূমিকা :

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ সুচনা লগ্ন থেকে ক্ষুধামুক্ত, আত্মনির্ভরশীল, ন্যায় ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে গণজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই লক্ষ্যে তৃণমূলের নারী-পুরুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত, ক্ষমতায়িত ও অনুপ্রাণিত করার বহুমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে, যাতে তারা স্ব-প্রনোদিত হয়ে নিজের এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে। এবং এর মধ্য দিয়ে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, ‘নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি’। কেননা, বিদ্যমান জেন্ডার অসমতা ও বৈষম্য ক্ষুধামুক্ত-আত্মনিভর্রশীল বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি বড় অন্তরায়। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী-নারীকে অবদমিত রেখে,টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। বস্তুত নারী অগ্রধিকার দিয়ে  বিদ্যমান বৈষম্য ও অসমতা দূর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই উপলব্ধি থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট একটি নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির প্রত্যাশায় সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে একদল স্বেচ্ছাব্রতী ও চিন্তাশীল নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে চলমান অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি শুরু করে ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’  কার্যক্রম। ২০০৬ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় দুই হাজার সাতশ’র অধিক তৃণমূলের বলিষ্ট ও আত্মপ্রত্যয়ী নারী এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। যারা স্থানীয় পর্যায়ে **নারী নেত্রী** হিসেবে পরিচিত। এসব নারী নেত্রীদের আত্মশক্তি ও সামর্থ্য বিকাশ এবং তাদের সংগঠিত ও  অনুপ্রাণিত করতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ধারাবহিকভাবে নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউণ্ডেশন, বিষয়ভিত্তিক মাসিক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ এবং নেত্রীদের নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে অব্যাহতভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

পারিবারিক নির্যাতন, উক্ত্যক্ততাসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে তৃণমূল পর্যায়ে সোচ্চার এসব নারী নেত্রীরা, নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ এলাকায় নিরন্তর বিভিন্ন কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রম ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করছে। এসব কাজের অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে বিনিময় এবং জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার জন্য সারা দেশের নেত্রীরা জাতীয় কনভেনশনে মিলিত হয়। **প্রথম জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ৬ এপ্রিল,২০০৭। এই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে বিরাজমান জেণ্ডার বৈষম্যের অবসান ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ‘বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক’ নামক নেত্রীদের একটি নিজস্ব প্লাটফরম গড়ে উঠে। ২য় জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ১৮ এপ্রিল, ২০০৮।** এই কনভেনশনে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং প্রত্যাশার আলোকে একটি **ঘোষণাপত্র** গৃহিত হয়। একইসাথে এর ভিত্তিতে কাজ করতে সকলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

**এই ঘোষণাপত্রের মূল লক্ষ্যসমূহ ছিল-**

- সারা দেশে নারী নেত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও শক্তি বৃদ্ধি করা
- ধারাবাহিকভাবে নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি, সৃজনশীলতা, নেতৃত্বের দক্ষতা ও সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় নেতৃত্ব গড়ে উঠে
- ইভটিজিং, পারিবারিক নির্যাতনসহ নারীর প্রতি সকল সহিংসাতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো এবং সর্বোচ্চ প্রতিরোধ গড়ে তোলা
- নিজ নিজ ইউনিয়নকে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা,
- স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির ব্যবহার, স্কুলবয়সী প্রতিটি ছেলে মেয়ের স্কুলে ভর্তি ও তাদের লেখাপড়া, বিবাহ নিবন্ধনসহ প্রতিটি শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
- পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নিজেদের ‘পূর্ণ মালিকানা ও নেতৃত্বে’ স্থানীয় নারী সংগঠন গড়ে তোলা
- ঘোষণাপত্রের এই চেতনাকে পূঁজি করে নানা কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আরো দুই বছর অতিক্রম করলো নারী নেত্রীরা।

## কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ফলাফল

### ➲ 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক ফাউন্ডেশন কোর্স

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহায়তায় গত দুই বছরে ২৮টি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক ফাউণ্ডেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এসব কোর্সে বিভিন্ন অঞ্চলের তৃণমূলের ১৪৪৭ জন বলিষ্ঠ নারী অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের জেণ্ডার সমতা ও ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার কর্মী হিসেবে ঘোষণা করে **বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের** সাথে যুক্ত হয়। এই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য হল জেন্ডার ধারণা, বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্যের স্বরূপ, খেসারত ও কারণ সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ, নারীর ক্ষমতায়নের পথ ও উপায় অনুসন্ধান এবং নারী নেতৃত্ব বিকাশের ব্যাপারে সাধারণ ঐকমত্য গড়ে তোলা।

**'নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ:২০০৮-২০০৯**

| অঞ্চল | ঢাকা | উত্তর | দক্ষিণ | পূর্ব | দক্ষিণ-পূর্ব | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রশিক্ষণের সংখ্যা | ২ | ১০ | ৬ | ২ | ৮ | ২৮টি |
| অংশগ্রহণকারীর | ১৩৭ | ৫০৬ | ৩১৭ | ৯২ | ৩৯৫ | ১৪৪৭জন |

### ➲ ফাউন্ডেশন কোর্স পরবর্তী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ

ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণের পর থেকে নারী নেত্রীরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর দিনব্যাপি ব্যাচভিত্তিক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ সভায় মিলিত হয়। সাধারণত ১ম বৎসর প্রতি মাসে একবার, ২য় বৎসর প্রতি দুই মাস অন্তর একবার, ৩য় বছর প্রতি ৪ মাসে একবার এবং ৪র্থ বছর পর থেকে প্রতি ৬ মাসে একবার ফলোআপ সভার আয়োজন করা হয়। ব্যাচসমূহে ২০০৮-২০০৯ সালে চক্রাকারে ৪৩২টি মাসিক ফলোআপ সভার আয়োজন হয়েছিল। এসব ফলোআপে উপস্থিতির গড় হার ৭৫%। ফলোআপে নেত্রীদের কাজের প্রতিবেদন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ তাদের অর্জিত দৃষ্টান্তমূলক সফলতাগুলি তুলে ধরা হয় এবং পরিকল্পনা প্রণীত হয়। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এই অধিবেশনে নেত্রীদের মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

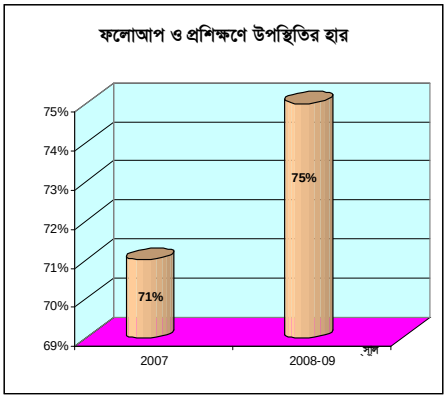


অভিজ্ঞতা বিনিময় শেষে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু যেমন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আইন ও অধিকার, নারী আন্দোলন, নারীর রাজনৈতিক অভ্যুদয়, সংগঠন, নেতৃত্ব, এডভোকেসি, সুশাসন, স্থানীয় সরকার, শিশু অধিকার, সিডও সনদ, এমডিজি, মূলধারায় নারী, অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রয়োজীয়তা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কৌশল, নারীর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব, অধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, শরীয়াহ্ আইন এবং নারীর মানবাধিকার, নারী নির্যাতন:ধারনা,ধরণ, প্রতিকার ও আমাদের করণীয়,তথ্য অধিকার আইন, নারীর উপর পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এসব প্রশিক্ষণে, প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আলোচনা পত্র ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নেত্রীদের বিষয়ভিত্তিক সুস্পষ্টতা এবং বুদ্ধিভিত্তিক/ চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও নেত্রীদের চিন্তা-চেতনার বিকাশ, তথ্য সমৃদ্ধ, সৃজনশীল প্রতিবেদন তৈরি এবং উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের আত্মউন্নয়নের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ কারণে তাদের জন্য নিয়মিত উজ্জীবক বার্তা, প্রবন্ধ, নারীর কথাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পড়ার উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ: ২০০৮-২০০৯**

| সভার সংখ্যা | ঢাকা | উত্তর | দক্ষিন | পূর্ব | দক্ষিন-পূর্ব | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০০৮-০৯ | ৪২ | ১০৬ | ১৩৮ | ৪০ | ১০৬ | ৪৩২ |
| উপস্থিতির হার | ৭৬% | ৭৩% | ৭৯% | ৭৪% | ৭৪% | ৭৫% |

### ➲ বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

১ম জাতীয় সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী তৃণমূলে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জেন্ডার বৈষম্যের অবসান ও ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে একটি অভিন্ন প্লাটফরম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা থেকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। এ পর্যন্ত সারা দেশে ২৭৯১ জন বলিষ্ট নারী নেত্রী এই নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক ফাউন্ডেশন কোর্স সম্পন্ন করে নারীনেত্রীরা নেটওয়ার্কের সদস্য পদ লাভ করেন।

**অঞ্চলভিত্তিক নেটওয়ার্কের সদস্য**

| অঞ্চল | নারী নেত্রীর সংখ্যা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০০৯ | ২০০৮ | ২০০৭ | ২০০৬ | মোট |
| দক্ষিণ | ১৪৪ | ১৭৩ | ৪৯৬ | ৮০ | ৮৯৩ |
| উত্তর | ১২২ | ৩৮৪ | ২৬৭ | ৫৬ | ৮২৯ |
| পূর্ব | ৫০ | ৪২ | ৯৫ | ১২ | ১৯৯ |
| দক্ষিন-পূর্ব | ১৯৩ | ২০২ | ১১৪ | ৫১ | ৫৬০ |
| ঢাকা | ৬৩ | ৭৪ | ১৩৬ | ৩৭ | ৩১০ |
| মোট | ৫৭২ | ৮৭৫ | ১১০৮ | ২৩৬ | ২৭৯১ |

নেটওয়ার্কের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কোর্সের আয়োজন, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন এবং স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নেত্রীর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

তৃণমূল নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, সর্বত্র নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন ও জোরদার করা, নির্যাতিত নারীর পাশে দাড়াঁনো এবং নারীর ক্ষমতানকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে গণজাগরন গড়ে তোলার জন্য নারী নেত্রীদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করা জরুরি। এই তাগিদ থেকে নেত্রীরা 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের' খসড়া গঠনতন্ত্র (প্রস্তাবিত) অনুসরণে অঞ্চল ভিত্তিক জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি গঠন করেছে। এসব কমিটির মাধ্যমে তারা অঞ্চলভিত্তিক কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

**অঞ্চলভিত্তিক নেটওয়ার্কের কমিটি**

| নং | আঞ্চলিক অফিস | কমিটির সংখ্যা | জেলা কমিটি | সদস্য সংখ্যা | উপজেলা কমিটি | সদস্য সংখ্যা | ইউনিয়ন কমিটি | সদস্য সংখ্যা | আহ্বায়ক কমিটি | সদস্য সংখ্যা | কমিটি সদস্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ৩০টি | ৬টি | ১০৬ | ২৩টি | ১৬১ | - | - | ১টি | ৫ | ২৭২ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ১৭টি | ৬টি | ১০৮ | ৯টি | ৯৯ | ২টি | ১৪ | - | - | ২২১ |
| ৩ | ঝিনাইদহ | ৭টি | ২টি | ৩৬ | ৫টি | ৩৫ | - | - | -- | - | ৭১ |
| ৪ | খুলনা | ১৪টি | ৪টি | ১০৪ | ১০টি | ১৩০ | - | - | - | - | ২৩৪ |
| ৫ | রংপুর | ৯টি | ৪টি | ১০৮ | ৫টি | ৩৫ | - | - | - | - | ১৪৩ |
| ৬ | সিলেট | ১১টি | ১টি | ৭ | ৪টি | ৪২ | ৬টি | ৮২ | - | - | ১৩১ |
| ৭ | রাজশাহী | ১৪টি | ৫টি | ৭৫ | ৫টি | ৭৩ | ৪টি | ৩৬ | - | - | ১৮৪ |
| ৮ | বরিশাল | ৪টি | ৪টি | ৫২ | - | - | - | - | - | - | ৫২ |
| ৯ | কুমিল্লা | ২টি | ১টি | ১৩ | - | - | - | - | ১টি | ৫ | ১৮ |
| ১০ | চট্রগ্রাম | ২টি | ১টি | ২৮ | - | - | - | - | ১টি | - | ২৮ |
| | | ১১০টি | ৩৪টি | ৬৩৭ | ৬১টি | ৫৭৫ | ১০টি | ১৩২ | ৩টি | ১০ | **১৩৫৪জন** |

➲ **প্রকাশনাঃ**

নারী নেত্রীদের কার্যক্রম, তাদের সফলতা ও জীবন সংগ্রামের তথ্যায়ন করা হয়েছে এবং সেগুলি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের পত্রিকা, নারীর কথা, জাগরণের গল্প গাঁথাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৪৫ জন নারী নেত্রীর জীবন সংগ্রাম ও সমাজ পরিবর্তনে তাদের অবদানের কথা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে নেত্রীরা স্বউদ্যোগে নারীর প্রতি সহিংসতা, পাচার, ধর্ষণ, মাদক, অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ৩৮০টির ও বেশী সৃজনশীল প্রতিবেদন স্থানীয় ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

## জেন্ডার সমতা ও ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনে নেত্রীদের ভূমিকা ও ফলাফল

দ্বিতীয় জাতীয় কনভেনশনে ঘোষিত ঘোষণাপত্রের চেতনাকে উপজীব্য করে নেত্রীরা নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় নারী-পুরুষ এবং অপরাপর সমমনা সংগঠনকে একত্রিত করে সকলের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যাশায় সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। যদিও তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে পারিবারিক, সামাজিক, পুরুষতান্ত্রিক কঠিন প্রতিবন্ধকতা। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নেত্রীদের মধ্যে অনেকেই তাদের সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমাজে সম্মানজনক স্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে।

২০০৮-২০০৯ এই সময়কালে নারী নেত্রীরা স্ব-প্রনোদিত হয়ে স্ব-উদ্যোগে জাতীয় ও তৃণমূল উভয় পর্যায়ে কনভেনশনের ঘোষণাপত্রের আলোকে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কাজের মধ্যদিয়ে ইতোমধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে-যার ফলাফল সুদুর প্রসারী।

## ⬣ জাতীয় পর্যায়ে গৃহিত কার্যক্রম

মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিতকরণের তাগিদ থেকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

### ➲ গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে

দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী- নারী সমাজকে রাজনীতির সমঅংশীদারিত্বের বাইরে রেখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের সুষ্ঠ পরিচালনা বা সুশাসন এবং টেকসই উন্নয়ন কোনোটাই সম্ভব নয়।

তাই রাজনীতিতে নারীর সম্পৃক্ততা ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থা শক্তিশালী ও জাতীর অগ্রগতি সুদৃঢ় হয় না। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অধিকার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। এই আলোচনায় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের প্রতিনিধি, সিভিল সমাজ এবং নেটওয়ার্কের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

### ➲ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক মনে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ব্যাতিরেখে নারী মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য নেটওয়ার্ক তার সদস্যদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণীত এবং ক্ষমতায়িত করে আসছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এবারের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের তৃণমূলের ৪৫ জন নারীনেত্রী ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাদের মধ্যে ১৮ জন নেত্রী জয়লাভ করেন। তাদের এই সাফল্যকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নিজ এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডকে জোরদার করতে, তারা যাতে আরো উৎসাহি এবং সাহসী ভূমিকা পালন করেন, তার জন্য গত ৮ মার্চ ২০০৯ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে তাদের নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

### ➲ অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নারীরা সক্রিয়

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নারীনেত্রীদের উদ্যোগে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমাজের সর্বস্তরের জনগণ এবং সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে বিভিন্ন দিবস উদযাপিত হয়েছে।

২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয় ১০৪১টি স্থানে। সারাদেশে প্রায় ১,১০,০০০ নারী ও পুরুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

কন্যাশিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩০সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপিত করা হয় দেশের ১৫১৬টি স্থানে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় এক কোটি নারী-পুরুষ। তাছাড়া নারীনেত্রীদের সম্পৃক্ততায় পালন করা হয় রোকেয়া দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, বিশ্ব এইডস্ দিবস, যুবদিবস, প্রতিবন্ধী দিবস, দূর্নীতি দমন দিবসসহ বিভিন্ন দিবস।

## ⬣ তৃণমূল পর্যায়ে গৃহিত কার্যক্রম ও এর ফলাফল

নারী নেত্রীরা নিজ নিজ এলাকায় স্ব-উদ্যোগে ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট কতগুলি ইস্যু যেমন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিংসহ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, স্যানিটেশন, শিশু স্কুলগামীকরণ, জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৮-২০০৯ এই সময়কালে সারাদেশের ১৭৯টি ইউনিয়নে ২৫৯টি কর্মশালা, ১৩১৬ প্রচার অভিযান এবং ৬৬৫৫টি সভা/উঠান বৈঠকের আয়োজন করে। এই সব কার্যক্রমে মোট ৪,৮৫,৬৩৬জন (নারী ২৯০২৫৮ এবং ১৯৫৩৭৮) নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। যার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্টরা উপরোক্ত ইস্যুগুলিতে সচেতনতা লাভ করে।

| কার্যক্রম | সংখ্যা | নারী | পুরুষ | মোট |
|---|---|---|---|---|
| কর্মশালা | ২৫৯ | ১৯১৫৪ | ৯৯০৫ | ২৯০৫৯ |
| প্রচার অভিযান | ১৩১৬ | ৬৫১৯২ | ৫১৫৯৩ | ১১৬৭৮৫ |
| সভা/উঠান বৈঠক | ৬৬৫৫ | ২০৫৯১২ | ১৩৩৮৮০ | ৩৩৯৭৯২ |
| | | ২৯০২৫৮ | ১৯৫৩৭৮ | ৪,৮৫,৬৩৬ |

***উল্লেখিত কার্যক্রম এলাকায় নিম্নোক্ত ফলাফল তৈরি করে, যার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে দেয়া হল-***

- **ঘোষিত হয়েছে যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন মুক্ত ৭টি ইউনিয়ন**

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ যৌতুক ও বাল্যবিবাহ। একে প্রতিরোধ করা না গেলে নারী নির্যাতন কখনও রোধ হবে না। এই চেতনা থেকে নারী নেত্রীরা যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে উঠান বৈঠক, কর্মশালা, প্রচারাভিযান, গণনাটক প্রদর্শন, আলোচনা সভা ও মা সমাবেশসহ জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলশ্রুতিতে শুধু যৌতুক ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনসচেতনতাই বাড়ছে না, এলাকায় এলাকায় গড়ে উঠছে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কমিটি। এই প্রতিবেদন কালে, তারা সারাদেশে ৬৪৫ টি বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং ৫৩৩ টি যৌতুক প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও ইতোমধ্যে তারা স্থানীয় জনগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে অর্ন্তভূক্ত করে ৭টি ইউনিয়নকে যৌতুক ও বাল্য বিবাহমুক্ত এবং ৩টি ইউনিয়ন নারী নির্যাতনমুক্ত ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছে।

- **যেখানে উত্ত্যক্ততা, সেখানেই প্রতিরোধ**

নারী নির্যাতনের একটি ভয়ংকর রূপ হলো পথে ঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, যাকে ইভটিজিং বলা হয়। এতে মেয়েরা প্রত্যক্ষ শারীরিক ক্ষতির শিকার না হলেও এর পরিণতি হয় ভয়াবহ। কেননা পথে বের হলে মেয়েরা এই উত্ত্যক্ত হবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে সবসময়, যা তাদের সুস্থ সাবাভাবিক মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত করে। কেবল তাই নয়, এই ধরনের উৎপাত কিশোরীদের নিরাপত্তাহীন করে তোলে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এর কারণে অনেকেই বল্যবিবাহের শিকার হয়। আবার কেউ কেউ এ অবস্থা মেনে নিতে না পেরে অকালে আত্ম হননের পথ বেছে নেয়। এই পরিস্থির বিরুদ্ধে নারী নেত্রীদের অবস্থান সুদৃঢ়। তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় ইভটিজিং প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কিশোরীদের নিয়ে কর্মাশালা, উঠান বৈঠক, অভিভাবক সভা, শিক্ষক ও অভিবাবক সভা,স্কুল-কলেজে সচেতনতা মূলক আলোচনা,দেয়াল পত্রিকা, সচেতনতা মূলক নাটক প্রদর্শনের আয়োজন করে আসছে।

উত্ত্যক্ততা প্রতিরোধে বিকশিত নারীনেটওয়ার্কের প্রতিনিধিরা মেন্টরের ভূমিকা পালন করে চলছে, নেত্রীরা যেখানে উত্ত্যক্তকারী, সেখানেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক ও সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। ইতোমধ্যে তারা ৬৩ টি ঘটনা শালিসের মাধ্যমে মিমাংসা করেছে এবং ১২ টি ঘটনা স্থানীয়ভাবে মিমাংসা না হওয়ায় আইনী সহায়তা প্রদান করেছে এবং চাপ সৃষ্টির জন্য মানব বন্ধনসহ স্থানীয় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

**শিবপাহাড়ের লাকি ফিরে পেল তার শিক্ষা জীবন**

কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ার হারবা ইউনিয়নের মেয়ে লাকি আক্তার,বয়স ১২। পিতা আবুল হোসেন, সংসারের ভরণ-পোষণ দেন না, আলাদা থাকেন। মা মিনুয়ারা বেগম পাহাড় থেকে লাকড়ী কেটে বিক্রি করে এবং অন্য সময়ে ঠিকা দোকানে বাঁশ ও বেতের কাজ করে। মায়ের আয়েই কোনমতে সংসার চলে।

লাকি, হারবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী। একই ইউনিয়নে বসবাসকারী শাহ আলমের ছেলে খোকন বখাটে, লেখাপড়া করে না। গত জানুয়ারী থেকে লাকি স্কুলে যাওয়ার সময় খোকন তাকে উত্যক্ত করতে শুরু করে। আবার কোনো সময় অশালীন মন্তব্য করে। এমনকি তার ওড়না ধরে টানাটানি করে। লাকি প্রতিটি ঘটনা তার মাকে অবহিত করে। সে স্কুলে যেতে ভয় পায়। মা অনেক ভেবে চিন্তে মান-সম্মান হারানোর ভয়ে মেয়ের স্কুলে যাওয়া সময়িক বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি একই ইউনিয়নের বাসিন্দা নারীনেত্রী রিপু দেবনাথকে ঘটনাটি খুলে বলেন এবং পরার্মশ চান ।

রিপু দেবনাথ ঐ ইউনিয়নের অন্যান্য নারীনেত্রীদের নিয়ে খোকনের বাড়ীতে গিয়ে তার বাবা মাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন। অন্যথায় তারা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে বলে জানায়। কেবল তাই নয়, তারা স্কুলের শিক্ষক, পাশের দোকানদারসহ স্থানীয় সবাইকে ব্যাপারাটি জানায় এবং তাদের ফোন নাম্বার দিয়ে আসেন যাতে খোকন লাকীকে পরবর্তীতে আর উত্ত্যক্ত করলে অবহিত করে।

এই ঘটনার পর লাকি আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করে, দু'মাস ভালভাবেই কেটে যায়। তারপর, খোকন পুনরায় তাকে উত্ত্যক্ত করা শুরু করে। লাকীর খালাতো ভাই রিপন তার বন্ধুকে নিয়ে খোকনকে এমনটা করতে নিষেধ করে, বলে মেয়েটি গরিব, তার মা অনেক কষ্ট করে তাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, তাকে যেন বিরক্ত না করা হয়। এতে খোকন আরো বে-পরোয়া হয়ে উঠে এবং বলে লাকীকে বিয়ে করবে, যা ইচ্ছে তা-ই করবে।

এই খবর পেয়ে এবার নারীনেত্রীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইউনিয়ন পরিষদের শরণাপন্ন হন। চেয়ারম্যাকে বুঝিয়ে বলেন এবং হস্তপেক্ষ কামনা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খোকনকে ডেকে এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বুঝিয়ে বলেন। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বলে বলেন।

এরপর থেকে খোকন আর লাকিকে উত্ত্যক্ত করে না। **লাকি** বর্তমান নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে ।

**• সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরব ভূমিকায় নারীনেত্রীরা**

জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন প্রতিটি মানুষের অধিকার। যদি জন্ম এবং বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করা যায় তাহলে বাল্যবিবাহের মতো নারী নির্যাতনের পথ বন্ধ করা সহজতর হবে। তাই এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় নেত্রীরা গণসচেতনাতে সৃষ্টিতে র‍্যালী, উঠান বৈঠক, মতবিনিময় সভা, প্রচারাভিযান পরিচালনা করছে। পাশাপাশি এই কার্যক্রমকে সফল করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। উল্লেখ্য যে, নারী নেত্রীদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় সারা দেশব্যাপী ৯৭৩৪ জন (মেয়েশিশু-৪৭১৯-ছেলেশিশু-৫০১৫জন) শিশু জন্ম নিবন্ধন এবং ১২২২ বিবাহ নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

সুস্থভাবে জীবন যাপনের জন্য স্যাটিটেশন ও নিরাপদ পানির ব্যবহার অপরিহার্য। এতে শুধু রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাই গড়ে উঠে না। এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক ব্যয়ও সাশ্রয় হয়। এই তাগিদ থেকে নারী নেত্রীরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও এর ব্যবহার এবং নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সভা, উঠান বৈঠক, প্রচার অভিযান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়াও তারা ১৩৩৫৭টি টিউব ওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা নিশ্চিত করেছে। তাদের এই কাজের ফলে ৩৩১৫৯ট পরিবারের নিরাপদ পানি ব্যবহার এবং ৭৪৪৫টি পরিবারকে স্যানিটেশনের আওতায় এনেছে। এছাড়াও শিশুদেরকে স্কুলগামী করা,মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষা, এইডস প্রতিরোধ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে নারীনেত্রীরা তৃনমূলের পিছিয়ে পড়া জনগনকে সচেতন করে চলেছে।

**• নির্যাতিত নারীদের পাশে আইনী সহয়তা নিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কঃ**

নারী নেত্রীরা শুধু সচেতনতামূলক কাজই করছে না, তৃণমূলের অসহায়, বঞ্চিত, নিপীড়িত নারীদের আইনী অধিকার নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করছে নানাভাবে। এই সময়কালে তারা শারীরিক নির্যাতন, অবৈধ তালাক, যৌতুকের দাবি, অসম বিবাহ, প্রতারণা, গণধর্ষণ,পাচারের শিকার এমন ৬৭ জন নারীকে সরাসরি আইনী সহায়তা প্রদান করেছে। একইসাথে সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থান তৈরির জন্য সহযোগিতা করছে। আইনী সহায়তার পাশাপাশি তারা নারী নির্যাতন, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, যৌতুক ইত্যাদি সংক্রান্ত ৩৫২টি বিরোধ স্থানীয় সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে নেত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

**• সংগঠিত রূপই নারী মুক্তির সোপানঃ**

ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তিই পারে নারী মুক্তি নিশ্চিত করতে। এই লক্ষ্যে নারী নেত্রীরা নিজ নিজ এলাকায় নারীদের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে নারীদের সংগঠিত করছে। সারাদেশে নতুনভাবে গড়ে ওঠা ২৩০টি সংগঠনসহ এ পর্যন্ত ১৫০২ টি সংগঠন নেত্রীদের পূর্ণমালিকানায় ও নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। সেসব সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন ৪১,৬৩৪ জন নারী। এসব সংগঠন সচেতনতা সৃষ্টি, সরকারি-বেসরকারি সুযোগ ও সেবা প্রাপ্তি, সদস্যদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্যদিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে, অন্যদিকে নারী নির্যাতন বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

**• তৃনমূলের ৩৫৪৫ জন নারী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এগিয়ে আসছে**

পিছিয়ে পড়া তৃণমূলের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নারীদের শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি। আর এই জন্য নেত্রীরা বিভিন্ন ট্রেডের ২৫৩ টি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে, যার মাধ্যমে ৭৫৯০ জন প্রশিক্ষিত হয়। এই প্রশিক্ষলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে ৩৫৪৫ জন নারী নতুনভাবে আয়মূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

**• কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ নেত্রীরাঃ**

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীর প্রতি বঞ্চনা শুরু হয় শিশুকাল থেকে। তাই নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন কন্যাশিশুর সঠিক পরিচর্যা এবং শিক্ষাসহ তার সকল অধিকার নিশ্চিত করা। কন্যাশিশুর নিরাপদে-নির্বিঘ্নে পথ চলা নগর-গ্রামসহ নিশ্চিত করতে পারলে তাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনার সকল অধিকার আদায় সম্ভব। এই উপলব্ধি থেকে নেত্রীরা তৃণমূল পর্যায়ে 'বাড়বে কন্যা নিরাপদে, আনন্দঘন পরিবেশে' এই সচেতনতা সৃষ্টিতে বহুমূখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এগুলির মধ্যে কন্যাশিশুকে স্কুলগামীকরণ এবং তাদের ঝরে পড়া রোধ করতে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাকদের মধ্যে তাগিদ সৃষ্টির জন্য আলোচনা সভা, কর্মশালা এবং এডভোকেসি করছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তারা ৭২৫১ শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করেছে যাদের মধ্যে ৪২০০জন কন্যাশিশু। এমনকি ঝড়ে পড়া কন্যাশিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলছে। ইতোমধ্যে নেত্রীদের উদ্যোগে ৯ টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

## নেত্রীদের জীবনে এই কার্যক্রমের প্রভাব

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্যদের পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি এবং নেতৃত্ব সুদৃঢ় করার আকাঙ্খা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অকাঙ্খা থেকে গত দুই বছরে তাদের চিন্তা-চেতনায় ও গণজাগরণের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে , তাহলো -

- নারীদের পক্ষেও গণজাগরণে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব - এই বিশ্বাসবোধ তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ;
- মানসিকতার রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষকে জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ, স্বয়ংক্রিয় ও সফল করে তুলতে নারীনেত্রীরা দক্ষতা অর্জন করেছে ;

- গণজাগরণ বেগবান করতে নারীনেত্রীগণ নিজ  নিজ এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ;
- পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনে দক্ষ হয়ে উঠেছে ;
- পরিবারে, সমাজে এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তৃণমূলের নেত্রীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ;
- নিজ এলাকায় কাজ করার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে তারা সাহসী ও সক্ষম হয়ে উঠেছে এবং তাদের কাজের সুযোগ ক্রমশ: বাড়ছে ;
- জনসম্পৃক্ততা বাড়ছে এবং তাদের মোবিলাইজেশনের, উপস্থাপনের এবং যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে ;
- আয়মূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় পরিবারের আয় বেড়েছে;
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সম্পৃত্তা বেড়েছে;
- যৌতুক- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক বিরোধী প্রতিবাদ সহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সক্ষম হয়েছে;
- স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে গণজাগরণে সম্পৃক্ত করার সক্ষমতা ও এডভোকেসি করার দক্ষতা তাদের বেড়েছে;
- স্থানীয় সরকার পরিষদের সাথে নেত্রীদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- রাজনীতিতে নেত্রীদের সম্পৃত্তা বেড়েছে;

## চ্যালেঞ্জসমূহ :

গত কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতায় নারী নেত্রীদের নেতৃত্ব বিকাশে অনেক সফলতা অর্জিত হলেও এই কার্যক্রমের রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ।

- নারী নেতৃত্বের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক আস্থাহীনতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভংঙ্গি;
- মসিক ফলোআপ ও প্রশিক্ষণে নারী নেত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
- এই কার্যক্রম সুচারুপে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের যোগান দেয়া;
- সরকাররি সেবা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অসহযোগিতার অভাব;
- নারী নেত্রীর সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাচ ওযারী ফলোআপের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং প্রযোজনীয় রিসোর্স পারসন অন্তর্ভূক্ত করা;
- নারী নেত্রীদের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন সুনির্দিষ্ট, ধারাবাহিক ও কার্যকর করা;
- নারী নেত্রীদের কার্যক্রম বিশেষ করে নারী নির্যাতন বিরোধী পদক্ষেপে প্রতিপক্ষের হুমকি;
- প্রাথমিক পর্যায়ে এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক বাধা;
- প্রচলিত আইন ও আইনী কাঠমো।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক নারীমুক্তি আন্দোলনে এক নতুন ধারা সূচনা করছে। এখানে প্রত্যেক সদস্য স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে  তৃণমূলের নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য মানুষকে জাগিয়ে তুলছে। এর মধ্য দিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলন অধিকতর বেগবান হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।